দ্বিতীয় অধ্যায়

গীতিকার উদ্ভব, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

ইংরাজী *Ballad* কথাটির বহুপ্রচলিত বাংলা অর্থ গীতিকা। প্রাচীন লাতিন *Ballare* শব্দ থেকে ইংরাজী *Ballad* শব্দটির আগমন ঘটেছে। লাতিন *Ballare* শব্দটির অর্থ নৃত্য। সুতারাং একথা অনস্বীকার্য যে উৎপত্তির সময় থেকেই *Ballad* এর সঙ্গে নিশ্চয়ই নৃত্যের একটা সংযোগ ছিল। তবে মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রচলিত একশ্রেণীর আখ্যানমূলক লোকগীতিকে (*Narretive Folk song)* ইংরাজীতে *Ballad* বলা হত। সুতরাং আখ্যান, নৃত্য ও গান - এই তিনের সমন্বেয়েই *Ballad* গড়ে উঠেছিল। এই হিসাবে *Ballad* অনেকটা নৃত্যনাট্যের মতো। তবে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে *Ballad* বিভিন্ন নামে পরিচিত। স্পেনে ব্যালাডকে বলা হত *romance,* ইউক্রেনে ব্যালাডকে বলা হত *dumi,* সাইবেরিয়ায় *Ballad* কে বলা হত *Junacke Pesme,* ডেনমার্কে *Ballad* কে বলা হত *Vise,* রাশিয়ায় *Ballad* কে বলা হত *byli*na। *Robert Graves* তাঁর '*English and Scottish Ballad*' গ্রন্থে *ballad* এর উৎস সম্পেকে বলেছেন -

> *" ব্যালাড শব্দটি নর্মান ফ্রেঞ্চদের দ্বারাই ইংলন্ডে এসেছিল। একদা শব্দটি Ballet নামে উচ্চারিত হত। যার অর্থ ছিল, এমন গীত যার সঙ্গে নৃত্য সংযুক্ত। অবশ্য বর্তমানে ব্যালে নামে পাশ্চাত্য দেশে যে নৃত্য প্রচলিত আছে, সেখানে সঙ্গীত থাকলেও গীত অনুপস্থিত। "* [১]

আমাদের মনে রাখতে হবে যে *Ballad*, *Ballade* এবং *Balle* - তিনটি শব্দের উৎপত্তি কিন্তু ইতালীয় শব্দ *Ballare* থেকে, যার অর্থ নৃত্য করা।

সমালোচক হাডসন এর ব্যাখ্যানুযায়ী *Ballad* কে অনায়াসেই প্রাচীনতম কাব্যকলা মনে করা যেতে পারে। সাধারণত মধ্যযুগের শেষভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত মূলতঃ ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, স্ক্যান্ডিনেভিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে উদ্ভূত ও প্রচলিত লিরিকধর্মী কাহিনীমূলক লোকগাথা কেই ব্যালাড আখ্যা দেওয়া হত। '*Standerd Dictionary of Folklore Mythology and Legend*' গ্রন্থে বলা হয়েছে -

> *" ইউরোপে মধ্যযুগে এক ধরনের বর্ণনাত্মক কাহিনীমূলক যে লোকগীতি প্রচলিত ছিল, তাই ব্যালাড "* [২]

মধ্যযুগের পূর্বে এমনকি ত্রয়োদশ শতকের পূর্ববর্তী কালে পাশ্চাত্য দেশে *judas* নামে একটিমাত্র ব্যালাডের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এরপর চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্যালাডের ব্যাপকতর পরিচিতি ঘটলেও, ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সপ্তদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে ব্যালাডের বহুল পরিচিতি ঘটে। মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য সাহিত্যে *Bishop Percy* প্রথম '*Reliques of Ancient English Poetry*' শীর্ষক সংকলন গ্রন্থে বেশকিছু প্রাচীন ব্যালাড সংগ্রহ করেন। এ প্রসঙ্গে *W.R Goodman* তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থে বলেছেন -

> *" Bishop percy in 1765 publihed his Reliques of ancient English poetry, which is a collection of native ballads that had been handed down for generation by wordof month. The Bishop actually saved the old manuscript on which is collection was based from being used to light a fire in a house in which he was staying, "* [৩]

এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ কবি *wordsworth* (১৭৭০-১৮৫০) এবং *Coleridge* (১৭৭২-১৮৩৪) কৃষক সমাজে প্রচলিত স্কটিশ ব্যালাডকে সর্ব প্রথম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় ব্যালাডগুলি এই সময়েই সংগৃহীত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইংরাজী সাহিত্যে লোকগাথা কাব্যকে শিক্ষিত সম্প্রদায় সংগ্রহ করবার প্রয়োজন বোধ করতেন না। পরবর্তীকালে নব্য রোমান্টিক কবিগণ এই ইংরাজী ও স্কটিশ ব্যালাডকে অনুসরণ করে আধুনিক ব্যালাড রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সময় রচিত বিখ্যাত ব্যালাড গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - *Coleridge* এর *Rime of the Ancient Mariner* ও *kubla khan, walter scott* এর *Proud Maisie, Goethe* এর *Erlkonig, G.A Burger* এর *Lenore, Keats* এর *La Belle Dame Sans Merci, Chevy chase* এর *The wife of usher's well, scott* এর *Eve of st. john, Drayton* এর *Ballad of Agincourt, Cowper* এর *john Gilpin, william Maginn* এর *Rime of the Ancient Waggoner, Rosseti* এর *The kings Tragedy,* এছাড়া ১৭৯৮ খ্রী *wordsworth* এবং *Coleridge* যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশ করেন *Lyrical Ballad* এরপর আধুনিক ব্যালাড সংগ্রহের যার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য তিনি হলেন *Francis j. child.* তিনি তাঁর *English and scottish Popular Ballads* গ্রন্থে বহু *Ballad* সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে *.M.H Abrams* তাঁর গ্রন্থে বলেছেন -

> *"The basic modern collection is Francis J. child's English and scottish popular Ballads (1882-98), which includs 305 ballads, many of them in variant versions".*[৪]

এরপর *Berttand H. Bornson 1959* থেকে *1972* খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চার খন্ডে ' *The Traditional Tunes of the child Ballads*' গ্রন্থে একাধিক আধুনিক ব্যালাড সংগ্রহ করেন। এইসময় আধুনিক ব্যালাড কম্পোজার হিসাবে *woody Guthrie*, *Bob Dylan*, *Joan Baez* প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। এই সময় রচিত গীতিকা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে *Gordon H. Gerould* রচিত *The Ballad of Tradition (1932)*, *W.J Entwistle* রচিত *European Balladry (1951)*, *M.J.C Hodgart* রচিত "*The Ballad*" *(1962)*, *John A* এবং *Alan Lomax* একত্র রচিত *American Ballads and Folk songs (1934) D.C Fowler* রচিত *A literary HIstory of the Popular Ballad (1968)*, প্রভৃতির নাম স্মরণযোগ্য।

এখন প্রশ্ন হল, *Ballad* বা গীতিকা সৃষ্টি হল কিভাবে? এই সৃষ্টি রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে আমরা দুটি ভিন্ন মতের সন্ধান পাই। প্রথম মত হল, ব্যালাড লোকসমাজের সমবেত সৃষ্টি। আর এইমতকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে *Communalist Theory*। অন্যদিকে দ্বিতীয় মত হল ব্যালাড প্রথমে কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারাই রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় তাতে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। আবার গায়েনদের মুখে গীত হতে হতে ব্যালাডের নানবিধ পরিবর্তন সাধিত হয়ে পুনঃসৃষ্টির রূপ লাভ করতে থাকে। আর এই মতকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে *Individualist Theory.*

> *Communalist Theory সম্বন্ধে Alan Bold অতি সংক্ষিপ্তভাবে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন -*
> *" The nation that the folk make the poetry has come to be known as the communalist theory.We are asked to believe that a primitive community spontaneously made poetry together, much as they might co-operate to make a fire."* [৫]

এই তত্ত্ব মেনে নিলে বিশ্বাস করতে হয় যে, আদিম গোষ্ঠীর মানুষজন একত্রিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবিতা রচনা করতো, যেমন তারা পারস্পরিক সহযোগিতায় আগুন জ্বালতো।

Francis James child তাঁর গ্রন্থে *Popular Ballads* সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিরক্ষর মানুষ জনের কণ্ঠে রক্ষিত মৌখিক আখ্যান গীতিগুলিকে বুঝিয়েছেন। *Communalist Theory* এর সমর্থনে তার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য -

> *"Different members of the throng, one offer another, way chant his verse, Composed on the spur of the moment,and the sum of these various contributions, makes a songs.This is communal composition, though each verse, taken by itself,is the work of an Individual. A song made in this way is no mans poperty and has no individual author. The folkis its author.....the history of balladry, if we could follow it back in a straight line without interruptions, would lead us to very simple condition of society, to the singing and dancing throng, to a period of communal Composition.''*[৬]

আলোচ্য মন্তব্যটির বঙ্গানুবাদ এরকম -

একটি দলের বিভিন্ন সদস্য একের পর এক মুহূর্তের উদ্দীপনায় এক একটি চরণ গাইতে থাকে এভাবেই সমস্ত গানটি রচিত হয়। যদিও এক একটি চরণ ব্যক্তিবিশেষের রচনা তবুও তা হয়ে ওঠে গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত রচনা। এভাবে যে গানটি রচিত হয়, তা কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি নয় এবং কোনোব্যক্তি বিশেষ তার রচয়িতা নয়, তা লোকসমাজের সৃষ্টি। ব্যালাডের উদ্ভবের ইতিহাসটি অনুসুরণ করলে আমরা সমাজের এমন এক সহজ-সরল অবস্থায় পৌঁছে যাই, যেখানে একদল মানুষ সমবেত নাচগানের মাধ্যমে গোষ্ঠীগত রচনায় ব্যাপৃত।

অন্যদিকে *Individualist Thoery* এর প্রবক্তা হিসাবে *cecil sharp* যে মন্তব্য করেছেন তা স্মরণযোগ্য -

> *"Every line, every word of (a) balled sprang in the first instance from the head of some individual, riciter minstrel,or peasant just as every note, every phrase of folk tune proceeded originally from the mouth of a solitary singer. Corporate action has originated nothing and can originate nothing. Communal composition is unthinkable.The community plays a part, it is true, but it is at a later stage, after and note before the individual has done his work and menufactured the material. Its part is then to weigh, sift and select from the mass of individual suggestion those which most accurately express the popular taste and the popular Ideal : to reject the rest : and then, when more variations are produced to repeat the process once more,and again once more.The process goes on unceasingly while the ballad Lives, or until it gets into print when, of*

course, its process is checked, so far as educated singers are Concerned '' [৭]

উপরোক্ত মন্তব্যটির বঙ্গানুবাদ এরকম -

ব্যালাডের প্রতিটি পঙক্তি, প্রতিটি শব্দ প্রথমে কোনো ব্যক্তির চিন্তা থেকে জন্ম নেয়, যিনি আবৃত্তিকার কবি অথবা কৃষক। তা একক গায়কের কণ্ঠ নিঃসৃত। যৌথ উদ্যোগে সৃষ্টি নয়। সমবেত রচনা অচিন্তানীয়। একথা সত্য যে, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের একটা ভূমিকা আছে। কিন্তু সেটা পরবর্তী পর্যায়ে। ব্যক্তির সৃষ্টির আগে নয়। ব্যক্তির সৃষ্টি আশ্রয়ে সম্প্রদায়ের মানুষ জনের দ্বারা তার মূল্য নির্ধারণ করা হয়, করা হয় বিচার বিশ্লেষণ। জনরুচি ও আদর্শের নিরিখে চলে গ্রহণ বর্জনের কাজ। ঘটতে থাকে পরিবর্তন। যতদিন ব্যালাডটি জীবিত থাকে ততদিনই চলে পরিবর্তনের পালা। মূদ্রিত হলে অবশ্য শিক্ষিত গায়কেরা এই রূপটিকে মান্য করেন।

একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাংলা সাহিত্যে অতি প্রাচীনকালে ও ব্যালাড লক্ষনাক্রান্ত রচনা প্রচুর ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আমরা বেদ উপনিষদের বেশ কিছু উপাখ্যান বা ঋকবেদের পুরুরবা উর্বশীর কাহিনীর উল্লেখ করতে পারি। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে কালিমপুরের অনুশাসনে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে, ধর্মপালকে নিয়ে রচিত পল্লীগীতিকা রাখাল বালকদের কণ্ঠে গীত হত। আবার দশম শতাব্দীতে রামগড়ে মহীপালের তাম্রশাসনে রাজ্যপাল সম্বন্ধে পল্লীগীতিকার উল্লেখ আছে। আদিম যুগের লোকসাধারণ যে সমস্ত ঘটনা অবলম্বনে নৃত্য গীতে মত্ত হত, কালক্রমে সেই সমস্ত ঘটনাই গীতাত্মক কাহিনীর রূপ ধারণ করত। বলা বাহুল্য এই লোকসাহিত্য প্রাচীনকালে মুখে মুখে প্রচারিত হত। কালক্রমে এই সমস্ত লোকগাথা মহাকাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে অনুমান করা হয় যে, মহাকাব্য রচনার অব্যবহিত পরবর্তী যুগেই ব্যালাডের উদ্ভব ঘটেছে—

" Culturrally the ballad everywhere is poet epic' - এই মতটির ওপর কোন ও কোনও পাশ্চাত্য সমালোচক যে যুক্তিতে জোর দিয়ে থাকেন, তা হল, অনেক সময় দেখা যায়, 'এপিক' থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে গীতিকার কাহিনীভাগ রচিত হয়। আবার বিপরীতটাও দেখা গেছে বহুক্ষেত্রে''। [৮]

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকসমাজেই গীতিকার সৃষ্টি হয়েছে। তবে মনে রাখা দরকার যে এই প্রাচীন ঐতিহ্য একটি সচেতন শিক্ষা সংস্কৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতারাং বলা যেতে পারে যে, সমৃদ্ধ জনশ্রুতি মূলক সংস্কৃতির অধিকারী সমাজই কেবলমাত্র গীতিকা সৃষ্টি করতে পারে।

অতি প্রাচীনযুগ থেকে ঐতিহ্যের বহমান ধারায় সংস্কৃতির অধিকারী জনসাধারণ যেসমস্ত কাহিনী অবলম্বনে গান বাঁধত, পাঁচালি রচনা করত, তার উপাদান ও লোকসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত। কোনো একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেম - প্রনয় বা দ্বন্দ্ব-কলহ ঘটিত স্থানীয় নাট্যকাহিনী গীতিকা সাহিত্যের পটভূমি বলে স্বীকৃত হতে পারে। পরবর্তীকালে অধ্যাত্ম চেতনা, অলৌকিকতা ও অদ্ভূত ব্যাপার ব্যালাড বা গীতিকা সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে, মর্ত্যজীবনের আলো - ছায়ার লীলাই গাথা-গীতিকা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গাথা গীতিকার যে একেবারেই উদ্ভব হয়নি তা নয়। আমাদের নাথসাহিত্যের খানিকটা এবং মঙ্গলকাব্যের অনেকটাই পুরাতন গাথাসাহিত্যের ঐতিহ্যবাহী। তবে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বিশুদ্ধ গাথা গীতিকা সাহিত্যের যথার্থ দৃষ্টান্ত মিলেছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ও শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত '' ময়মনসিংহ - পূর্ববঙ্গ গীতিকায়" এবং ফার্মা কে.এল. মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক মহাশয় সম্পাদিত '' প্রাচীন পূর্ববঙ্গ

গীতিকায়"। এই সমস্ত গীতিকার পালাগুলিতে লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ যেমন প্রস্ফুটিত হয়েছে, তেমনি লৌকিক প্রেমের রোমাঞ্চ ও নাটকীয়তার ও প্রকাশ ঘটেছে, মধ্যযুগীয় ইংরাজী ব্যালাডে রবিনহুডের যে কাহিনী পাওয়া যায়, আমাদের বাংলা সাহিত্যে ও সেরকম রঘুডাকাত বা বিশে ডাকাতের কাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। শ্রদ্ধেয় খগেন্দ্রনাথ মিত্র অবশ্য এই সমস্ত কাহিনী, গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রধানত ধর্মমঙ্গল কাব্যের লাউসেন-রঞ্জাবতীর কাহিনী এবং নাথ সাহিত্যের অন্তগর্ত মীননাথ-গোরক্ষ নাথের কাহিনী কিছুটা হলেও ব্যালাড লক্ষণাক্রান্ত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যালাড বলতে আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন গাথা কবিতার কথা। তবে রবীন্দ্রসমালোচক গণের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, 'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের অনেকে কবিতা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ''*sanskrit Buddhist Literature in Nepal*'' , সেনার সম্পাদিত মহাবস্তু এবং অ্যাকোয়ার্থ সম্পাদিত *'Marathi Ballads'* থেকে সংগৃহীত। এছাড়া কাজী নজরুল ইসলামের 'শত-ইল-আরব', কুমুদরঞ্জন মল্লিকের 'শ্রীধর', এবং জসীমউদ্দিনের 'নক্সী কাঁথার- মাঠ' প্রভৃতি রচনায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক ব্যালাডের লক্ষণ স্পষ্ট।

মধ্যযুগে পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে একধরনের আখ্যানমূলক লোকগীতি প্রচলিত ছিল, ইংরাজীতে তাকে *Ballad* বলা হত। সেরকম মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে লোকের মুখে মুখে যে আখ্যান গীতি প্রচলিত ছিল তাকে গীতিকা, গীতি আখ্যায়িকা, গাথা, প্রাচীন পল্লীগাথা, পালা বা পালাগান অথবা লোকগাথা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হত। পন্ডিত গণের এই সমস্ত নানাবিধ নামকরণ দেখে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, উপরোক্ত কোনো শব্দই *Ballad* এর যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ হয়ে উঠতে পারিনি। দীনেশ চন্দ্র সেন বি.এ. ডি.লিট মহাশয় *Ballad* এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন গীতিকা। আবার তিনি পূর্ববঙ্গ গীতিকার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় সংখ্যার ভূমিকায় *Ballad* এর প্রতিশব্দ হিসাবে কখনো 'গাথা' কখনো 'পল্লীগাথা' আবার কখনো নিছক 'পালা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সংসদ বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'গীতিকা' শব্দটির অর্থ -

"ক্ষুদ্র গীতি বা ছোট গীতিকবিতা''। [৯]

এই অর্থকে মান্যতা দিতে হলে আঙ্গিকের দিক থেকে এই পালাগুলিকে কিছুতেই গীতিকা বলা যাবে না। সুকুমার সেন *Ballad* এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'গাথা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সংস্কৃত -পালি- প্রাকৃত সাহিত্যে বহুপূর্ব থেকেই গাথার প্রচলন ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে গাথা বলতে কাহিনীমূলক কবিতাকে বোঝানো হত। আমরা জানি ব্যালাড রচিত হয় গীত হবার জন্য কিন্তু গাথা রচিত হয় পাঠের জন্য, গীত হবার জন্য নয়। বহ্নি কুমারী ভট্টাচার্য *Ballad* এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'গাথা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু গাথা শব্দটির অর্থ কাহিনীমূলক কবিতা। সেই হিসাবে গাথার সঙ্গে কাব্য শব্দটির সংযোজন ঠিক নয়। আবার 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র সম্পাদক ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক মহাশয় ব্যালাডের প্রতিশব্দ হিসাবে 'পালাগান' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তৎকালীন যুগে পালাগান বলতে যাত্রাকে বোঝানো হত। বলা বাহুল্য যে যাত্রা ও ব্যালাড এক নয়। আশরাফ সিদ্দিকীর মতে ব্যালাড শব্দের প্রতিশব্দ 'গীতিকা বা গাথা'। ব্যালাড এর প্রতি শব্দ হিসাবে আশরাফ সিদ্দিকী পালাগান বলার পক্ষপাতী নন। তিনি তার সম্পাদিত একটি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন -

"পালাগান বলতে পূর্বে বোঝানো হত, যাতে সঙ্গীতের ভাগ সাধারণত বেশী।
কিন্তু আজকাল মাঠে ঘাটে দারুণ বৈশাখের রোদে যে সব চাষীভাই কাজ করে
তারাও একরকম কিস্‌সা-মূলক গান গেয়ে থাকে - তাদেরও বলা হয় পালাগান '' [১০]

মযহারুল ইসলাম ব্যালাডের বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'লোকগীতিকা' বা 'লোকগাথা'। চিত্তরঞ্জন দেব ব্যালাডের প্রতিশব্দ করেছেন 'লোকগীত কথা' , সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যালাডের প্রতিশব্দ হিসাবে 'প্রাচীন পল্লীগাথা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তবে ব্যালাডের প্রতিশব্দ হিসাবে দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় গীতিকা, গাথা, পালা, পল্লীগাথা প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর চারখন্ড 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'র প্রথম খন্ডে দস্যুকেনারামের পালা, দ্বিতীয় খন্ডে মানিকতারা বা ডাকাতের পালা, ইশা খাঁ দেওয়ানের পালা, তৃতীয় খন্ডে কমল সদাগরের পালা, রতন ঠাকুরের পালা, সোনাবিবির পালা শিরোণাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। ব্যালাডের প্রতিশব্দ হিসাবে পালা বা গাথা শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে আশরাফ সিদ্দিকী গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছন --

'' যাত্রা বা পালা গানগুলোকে যদি বলি রাজরাজড়াদের খনিত দিঘী-পুস্করিণী, তবে গাথা গানকে বলতে হবে নিতান্তই প্রকৃতি সৃষ্ট সরোবর। সরোবর সাধারণ হতে পারে কিন্তু অনাবিল প্রকৃতির পটভূমিতে এর মধ্যে যে নব যুগের সুস্নিগ্ধ সুরভি তার তুলনা কোথায়?--গাথা গান গুলো

by the people for the people এবং of the people, এগুলো creation of the masses rather than the classes.'' [১১]

তবে পাশ্চাত্য ব্যালাডের সঙ্গে আঙ্গিকগত ও বিষয়বস্তুগত - দুই দিক দিয়েই বাংলা গীতিকার দস্তুর ব্যবধান আছে। সে কারণে ধ্বনিতত্ত্বের সাধারণ নিয়ম মেনে আভ্যন্তরিন বিচার ও অতিপ্রচলনের যুক্তি মেনে নিয়ে ব্যালাডের প্রতিশব্দ হিসাবে দীনেশচন্দ্র সেন এবং ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক কথিত পালা শব্দটি ব্যবহার গাথা বা গীতিকা অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গত বলেই মনে হয়। আবার আখ্যান ধর্মীতা ও গীতি ধর্মীতা - ব্যালাডের এই দুই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যালাডের প্রতিশব্দ হিসাবে 'গীতি আখ্যায়িকা' কথাটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। তবে দীনেশচন্দ্র সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, আশরাফ সিদ্দিকী, সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লোকসংস্কৃতি গবেষক ও সমালোচক ব্যালাডের প্রতিশব্দ হিসাবে গীতিকা শব্দটি অনেকবেশি গ্রহনযোগ্য বলে মনে করেন। বর্তমানে ব্যালাডের প্রতিশব্দ হিসাবে গীতিকা শব্দটি বহুলাংশে প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে একালের অন্যতম লোকসংস্কৃতি গবেষক বরুন কুমার চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন—

" 'Folklore' শব্দের বাংলা পরিভাষা নানা জনে সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত যেমন 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটিই সকলের গ্রহনযোগ্য হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে, অনুরূপভাবে ব্যালাড অর্থে 'গীতিকা' শব্দটিই অধিকাংশের কাছে গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং ইতিমধ্যে হয়েওছে বলে বলা যায়। '' [১২]

গীতিকার সংজ্ঞা বিষয়ক আলোচনায় আমাদের দেশের আলোচনা বা বিশ্লেষণ সীমিত এবং পাশ্চাত্য প্রভাবজাত। বিষয়টি পাশ্চাত্য দেশে বহু আলোচিত। সুতারাং গীতিকার সংজ্ঞা নিরূপণে আমরা পাশ্চাত্যের গীতিকা সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তিদের গীতিকা সম্পর্কে নানা দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হবো এবং উপসংহারে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা ব্যালাড বা গীতিকার একটা সর্বজনগ্রাহ্য গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা নিরূপন করবো। নিম্নে পাশ্চাত্য পন্ডিত দের কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত করা হল -

১।। "The traditional ballad is 'a song that tells a story' in Simple Verse and to a simple tune. It is the product of no one time or person, its author, if ever known, has been lost in the obscurity of the past and in the processes of oral tradition." [১৩]

২।। *“They are anonymous, narrative poems, nearly always written down in short stanzas of two or four lines, They are distinguished from all other types of narrative peotry by a peculiar and effective way of telling their stories. They deal with one single situation and deal with it dramatically.....”* [১৪]

৩।। *“ A ballad is a song that tells a story, or to take other point of view a story told in song.....it may be defined as a short narrative poem, adapted forsinging, simple in plot and metrical structure, devided into stanzas and char acterized by the complete impersonality so far as the author or singer is concerned”* [১৫]

৪।। *“ A balled is story of the four elements common to all narratives. action, character setting and theme, the balled emphasizes the first. setting is casual, theme is often implied; characters are usually types and even more indivisual are undeveloped, but action carries the interest. The action is usually highly dramatic.”* [১৬]

৫।। *“The ballad praper is best understood not primarily as a narrative poem or as a song, but as a song and chorus evolved by the group mind of a community a group mind which is more than the sum of the individual minds that compose it, more than the conviction of the strongest or most active clique.”* [১৭]

৬।। *“ The truth is that Balled is an idea, a poetical form, which can take up any matter and does not leave that matter as it was before.”* [১৮]

৭।। *“ A ballad is a folksong that tells a story which stress on the crucial situation, tells it by letting the action unfold itself in event and speech, and tells it obectively with little comment or intrusion of personal bias.”* [১৯]

৮।। *“ It deals with a single situation revealed dramatically, with little intrusion on the part of the story teller, simplicity and economy of expression, which are preeminent among the ballad’s natural virtues, are lessons which every poet must learn. “* [২০]

৯।। *“ A short definition of the popular ballad (known also as the folk ballad or traditional ballad) is that it is a song, Transmitted orally, which tell story.....the popular ballad is dramatic, Condensed and impersonal: the narrator begins with the climactic episode, tells the story tersely by means of action and dialogue,(sometimes by means of the dialogue*

alone) and tells it without self reference or the expression of personal attitudes or feelings." [২১]

১০।। The ballads of a country may be described, briefly, as the unpremeditated out pouring of the national heart. They put into convenient phrases the popular idea of life in its various relations. For the sake of emphasis, the idea is moulded in the form of a story; as in all true poetry, it is the Concrete expression of want in the abstract would be unintelligible to the popular mend," [২২]

গীতিকা সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে আলোচনা সীমিত, আর যতটুকু আলোচনা হয়েছে তা পাশ্চাত্য প্রভাব জাত। উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি দেখে অনুমান করা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশে ও গীতিকা বা *Ballad* সম্পর্কে সকলের দৃষ্টিভঙ্গী এক ছিল না। সেকারণে উপরোক্ত সংজ্ঞা গুলির তুলনামূলক আলোচনা করলে আমরা একদিকে যেমন *Ballad* বা গীতিকার একটি গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারবো, তেমনি অন্যদিকে *Ballad* বা গীতিকার নানা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ও পাবো।

প্রথম সংজ্ঞায় - *Evelyn Kendrick wells* গীতিকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। গীতিকার কাহিনী সরল ছন্দে ও সাধারণ সুরে পরিবেশিত হয়। গীতিকা হয় কাহিনী নির্ভর। মৌখিক ঐতিহ্যে গীতিকার সৃষ্টি হয়। রচয়িতার ব্যক্তি পরিচয় গীতিকায় অনুপস্থিত থাকে।

দ্বিতীয় সংজ্ঞায় - *M.J.C Hodgart* বলেছেন গীতিকার রচয়িতারা অজ্ঞাতনামা। গীতিকাগুলি দুটি বা চারটি পঙক্তি বিশিষ্ট স্তবকে রচিত বর্ণনামূলক কবিতা। গীতিকাগুলিতে একক ঘটনা নাটকীয় ভাবে উপস্থাপিত হয়।

তৃতীয় সংজ্ঞায় - *Helen child Sargent* ও *George Lyman Kitterdge* গীতিকার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে গানের মাধ্যমে বর্ণিত গল্পই হল গীতিকা। তাঁরা ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট, কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত ছন্দোবদ্ধ বর্ণনাত্মক কবিতা যা গীত হবার যোগ্য তাকেই গীতিকা বলেছেন।

চতুর্থ সংজ্ঞায় - *Maria Leach* তাঁর গ্রন্থে বলেছেন গীতিকা হল গল্প। তাঁর মতে গীতিকায় উপস্থাপনা নৈমিত্তিক, অনেক ক্ষেত্রে বিষয়কে উহ্য রেখে ক্রিয়াই গুরুত্ব পায়। গীতিকার অপরিণত সাধারণ শ্রেণীর চরিত্ররা উচ্চ নাটকীয় তার গুনসম্পন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে কৌতুহলকে জাগ্রত রাখে।

পঞ্চম সংজ্ঞায় - *Robert Graves* গীতিকার বর্ণনা ধর্মীতা ও সঙ্গীতিক ধর্মীতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। এছাড়া তিনি গীতিকাকে একটি গোষ্ঠীর মানুষের সুবিন্যস্ত মানসিকতা সঞ্জাত বলে অভিহিত করেছেন।

ষষ্ঠ সংজ্ঞায় - *Professor W.P ker* বলেছেন, যথার্থ অর্থে গীতিকা একটি বিশেষ ভাব বা ধারণা মাত্র - একটি কাব্যিক রূপভেদ। তাঁর মতে যে কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে গীতিকা রচিত হতে পারে। অনেকক্ষেত্রেই পূর্বের কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

সপ্তম সংজ্ঞায় - *G.H Gerould* বলেছেন, গীতিকা বিশেষ এক ধরনের লোকগীতি। আর এই লোকগীতির মাধ্যমে গীতিকার কাহিনী বর্ণনা করা হয়। এতে কাহিনীর সংকটময় মুহূর্তের উপর গুরুত্ব দিয়ে

ঘটনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ক্রিয়াকে উদ্ঘাটিত করা হয়।

অষ্টম সংজ্ঞায় - *Anne Henry Ehrenpreis* তাঁর *The Literary Ballad* গ্রন্থে বলেছেন, গীতিকায় একক ঘটনাকেন্দ্রিক রচনা নাটকীয়ভাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়া তাঁর সংজ্ঞায় তিনি সারল্য ও বাহুল্য বর্জিত প্রকাশ কে গীতিকার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

নবম সংজ্ঞায় - *M.H Abrams* তাঁর *A Glossary of literary Terms* গ্রন্থে গীতিকার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন জনপ্রিয় গীতিকা হবে একটি গান - যা একটি গল্পকে বহন করবে। এটি হবে দৃঢ়সংবদ্ধ ও সংক্ষিপ্তধর্মী। গীতিকার একেবারে চূড়ান্ত পর্ব থেকে কথক বা গায়েন কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কাহিনী ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করবেন। তবে গীতিকার কাহিনী বর্ণনা কালে কথক কোনোভাবেই নিজের ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ করবেন না।

দশম সংজ্ঞায় - *George Clinton Densmoreo dell* একটু নতুন কথা শোনলেন। তাঁর মতে গ্রামীন গীতিকা একটি জাতির অন্তরের আবেগের অচিন্তিত পূর্ব অভিব্যক্তি। মানুষের জীবন ও তার বিভিন্ন দিকের ধ্যান ধারণাকে যথাযথ ভাষায় রূপদান করা যায়। আর এই জীবনের বিভিন্ন দিকের ধারণাকে মর্মস্পর্শী করে তোলার জন্য গীতিকাকে গল্পকারে পরিবেশন করা হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা আলোচনা-পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, কোনো সংজ্ঞাকেই *Ballad* বা গীতিকার যথার্থ সংজ্ঞা বলা ঠিক হবে না। প্রতিটি সংজ্ঞায় অংশতঃ *Ballad* বা গীতিকার উপাদান থাকলেও কোনো সংজ্ঞাতেই *Ballad* বা গীতিকার সমস্ত উপাদান নেই। বিভিন্ন সংজ্ঞায় উল্লিখিত উপাদানগুলির মধ্যে যেমন অনেক মিল আছে, তেমনি অমিল ও আছে বিস্তর। তাই উপরোক্ত সংজ্ঞা গুলি আলোচনা - পর্যালোচনা করে আমরা *Ballad* বা গীতিকার একটি সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা প্রণয়নে প্রয়াসী হতে পারি-

অজ্ঞাত পরিচয় রচয়িতার আত্মনির্লিপ্তির পরিচয়বাহী কোনো একক কাহিনী নির্ভর ঘটনা, সরল ছন্দে নাটকীয় ভাবে উপস্থাপিত হয়ে, গোষ্ঠীবিশেষের মানসিকতা সঞ্জাত হয়ে, অপরিণত চরিত্রকে উপলক্ষ করে, নীতি বা উপদেশে ভারাক্রান্ত না হয়ে, কোনো চূড়ান্ত পর্ব থেকে কাহিনী শুরু করে , সংকটময় মুহূর্তের উপর গুরুত্ব দিয়ে বাহুল্য বর্জিত, সংক্ষিপ্ত ধর্মী, দৃঢ়পিনদ্ধ কাহিনী, ঘটনা ও সংলাপকে আশ্রয় করে রচিত, মৌখিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত, ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট কয়েকটি স্তবকে বিভক্ত গীত হবার যোগ্য যে সঙ্গীত, তাই হল গীতিকা।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা অবহেলিত গীতিকা। গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনা ও আমাদের দেশে নিতান্ত সীমিত। পাশ্চাত্যের গীতিকা সম্পর্কিত আলোচনা আমাদের অপূর্ণ মনকে পূর্ণ করে। গীাতিকা সম্পর্কিত পাশ্চাত্য সমালোচকদের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি আলোচনা-পর্যালোচনা করলে গীতিকার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সূত্রের সন্ধান মিলবে। তবে আমাদের মনে রাখা প্রয়াজন গীতিকা সাধারণত দুরকম - প্রাচীন গীতিকা ও সাহিত্যিক গীতিকা। প্রাচীন গীতিকা গুলি লোকায়ত সমাজে যৌথভাবে সৃষ্টি হয়ে কালক্রমে রূপান্তরিত হয়ে চলছে। আর সাহিত্যিক গীতিকা কোনো একজন সাহিত্যিকের আত্মসচেতন শিল্পবোধ দ্বারা সৃষ্টি হয়। তবে খাঁটি গীতিকা প্রাচীন বা সাহিত্যিক যাইহোক না কেন তার কতকগুলি নির্ভরযোগ্য বৈশিষ্ট্য থাকবে। নিম্নে গীতিকার বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হল -

এক।। সংক্ষিপ্ততা ও তীক্ষ্ণ গতিময়তাই, গীতিকার প্রধানগুণ। গীতিকার কাহিনী শিথিল বদ্ধ হলে চলবেনা, হতে হবে দৃঢ়পিনবদ্ধ।

দুই।। গীতিকায় থাকবে একধরনের শিশুসুলভ সারল্য। জীবনের সহজ-সরল মৌলিক বৃত্তিগুলি সেখানে প্রায় নির্বিচারে স্থান পায়। গীতিকা যেহেতু গ্রাম্য অল্পশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বা নিরক্ষর জনমানসের সৃষ্টি তাই এর প্রকাশ রীতি খুব সহজ ও সরল।

তিন ।। নৈর্ব্যক্তিকতা গীতিকার প্রাণ। যেকোনো গীতিকাই একটি বিশেষ জাতির আশা-আকাঙ্খার কথা প্রকাশ করে। ব্যক্তিগত মানসিকতা সেখানে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মসচেতন গীতিকা রচয়িতা নৈর্ব্যক্তিকভাবে কাহিনীকে উপস্থাপন করেন।

চার।। একক কাহিনী নির্ভর ঘটনা গীতিকার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কাহিনীর একমুখী ঘটনা শ্রোতার মনে পরম বিস্ময় সৃষ্টি করে দ্রুততার সঙ্গে ঘটনাকে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

পাঁচ।। গীতিকার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে তার গল্প বলার অদ্ভূত প্রবণতার মধ্যে। এই গল্প বলার ভঙ্গি হল, অতিউচ্চ ধরনের সংহত নাটকীয় প্রকাশভঙ্গি। যেকারণে গীতিকার সংলাপ অত্যন্ত সুষম, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নাটকোপযোগী।

ছয় ।। গীতিকায় অপরিণত চরিত্রকে উপলক্ষ করে কাহিনী রচিত হয়। গীতিকার চরিত্র সাধারণত সুস্পষ্ট বা স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ না হয়ে একটি আদর্শ ছাঁদ স্বরূপ হয়।

সাত ।। গীতিকায় নারীচরিত্রের তুলনায় পুরুষ চরিত্র অনেকাংশে নিষ্প্রভ। তবে নারীচরিত্র গুলির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের ভাব পরিলক্ষিত হলেও ঘটনার অভাবে ও সংক্ষিপ্ততার কারণে অনেক সময় চরিত্রগুলির আনুপূর্বিক পরিস্ফূটন সম্ভব হয় না।

আট ।। ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু, দেশপ্রেম, স্থানীয় কোনো চমকপ্রদ ঘটনা গীতিকায় স্থান পেলেও মূলতঃ প্রেম -বিচ্ছেদ জনিত ট্রাজেডিই গীতিকার মুখ্য উপজীব্য বিষয়।

নয়।। গীতিকার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তা গীত হবার যোগ্য। গীতিকাগুলো মূলতঃ লোকসঙ্গীত, যা নির্দিষ্ট সুরে গীত হবার সময়, বেহালা, সারিন্দা, দোতারা, ঢাক, ঢোল, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হত।

দশ।। কোনো কোনো অংশের পুনরুক্তি গীতিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইংরাজীতে একে বলে *Refrain*। বাংলায় ধূয়া বা ধ্রুবপদকে এর অনুবাদ হিসাবে ধরা যায়। তবে ধূয়া ছাড়াও কতকগুলি বাঁধা ধরা শব্দ বা শব্দসমষ্টি গীতিকায় বারবার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এগারো ।। গীতিকা মূলতঃ গোষ্ঠী বিশেষের মানসিকতা সঞ্জাত, মৌখিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত, নীতি-উপদেশ সহ সমস্ত রকম বাহুল্য বর্জিত ক্ষুদ্রাবয়ব বিশিষ্ট স্তবকে বিভক্ত সুসংহত কাহিনী।

বারো ।। ছন্দ ও অলংকার ব্যবহার গীতিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একই বাক্য বা একই অর্থবাচক শব্দ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয়ে যেমন অলংকারের সৃষ্টি করে, তেমনি ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি করে ছন্দের দ্বারা শ্রুতিকে তৃপ্ত করে। তবে ছন্দের ক্ষেত্রে মাত্রার অভাবজনিত ক্ষতি উচ্চারণ দিয়ে পূর্ণ করা হয়।

——

তথ্যসূত্র ঃ—

১. *Robert Graves - English and scottish Ballad, London - 1927, Page No - 7*, সংগ্রহীত - মুনমুন চট্টোপাধ্যায় - মৈমনসিংহ গীতিকা পুনর্বিচার, প্রথম মুদ্রণ ঃ মার্চ ২০১২, পুস্তক বিপণি, কলি - ৯, পৃষ্ঠা নং - ১৭

২. *Leach Maria Edited standard Dictionary of Folklore Mythology and legend, Funk and wagnalls Company. New york, 1949, Page No - 106*

৩. *W.R Goodman - Quinlessence of Literary Essays, Published by DOABA HOUSE, 1698 Nai sarak ; Delhi - 110006, Reprint 2003, Page No - 187*

৪. *M.H Abrams - A Glossary of Literary Terms, seventh Edition, Fifth Reprint 2005, Thomson Asia Pte Ltd ; Singapore. Page No - 19*

৫. *Alan Bold - The Ballad, London, 1979, Page No - 3*

৬. *Francis James Child - The English and Scottish Popular Ballads, Reprinted, New york, 1965, Page No - xix and xxii*

৭. *Cecil Sharp - English Folk Song : Some Conclussions, London, 1907, Fourth Edition. 1965, Page No - 41*

৮. *Leach Maria Edited - Standard Dictionary of Folklore Mythology and legend, Funk and wagnalls Company ; New york 1949, Page No - 106 to 107*

৯. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত, শশী ভূষণ দাশগুপ্ত ও দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংশোধিত, সংসদ বাংলা অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৯১,পৃষ্ঠা নং - ১৯৯

১০. আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত - মৈমনসিংহ গীতিকা ঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরাম, ঢাকা, ১৯৯৫, ভূমিকা অংশ, পৃষ্ঠা নং - ১

১১. আশরাফ সিদ্দিকী - লোকসাহিত্য, ২য় খন্ড, ২য় সংস্করণ ১৯৮০,পৃষ্ঠা নং - ৪৪

১২. বরুণ কুমার চক্রবর্তী - গীতিকা ঃ স্বরুপ ও বৈশিষ্ট্য, দ্বিতীয় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৩, পুস্তক বিপণি, কলি - ৭৩, পৃষ্ঠা নং - ২২

১৩. *Evelyn Kendrick wells - The Ballad Tree, New York 1950, Page No - 5*

১৪. *M.J.C Hodgart - The Ballad, Chapter 1, London 1950, Page No - 10*

১৫. *Helen Child Sargent and George Lyman Kitterdge, U.S.A 1904, Page No - 11*

১৬. *Maria Leach - Standard Dictionary or Folklore, Mythology and Legend ; Vol - 1, New York - 1949, Page No - 106 -111*

১৭. *Robert Groves — The English Ballad, London, 1927, Page No - 9*

১৮. *Professor W.P ker — History of the Ballads Proceedings of the British ; Vol iv ; London 1966, Page No - 10*

১৯. *G.H Gerould — The Ballad of Tradition, oxford, 1932, Page No - 11*

২০. *Anne Henry Ehrenpreis — The Literary Ballad, London 1966, Page No - 10*

২১. *M.H Abrams — A Glossary of Literary Terms, Seventh Edition, Fifth Reprint 2005, Thomson Asia pte Ltd, Singapore, Page No - 18*

২২. *George Clinton Densmoreo dell — Simple and metaphor in the English and Scottish Ballads, New york : 1892, Page No - 6,7*